বহুজাতিক কোম্পানী ও বাংলাদেশ ঃ একটি সমীক্ষা

হরিপদ ভট্টাচার্য*
সিরাজুল হক**

সার—সংক্ষেপ ঃ *বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান হলো এমন এক উদ্যোগ যার মালিকানা ও মূলধন, উৎপাদন ও বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ একাধিক দেশে পরিচালিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি অংশ হিসেবে এ ধরনের মূলধন ও মালিকানা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রসারিত হতে শুরু করে। সময়ের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বহুজাতিক ব্যবসা—বাণিজ্য পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আজ প্রতিষ্ঠিত এবং এ জাতীয় বাণিজ্য বিতর্কিত হলেও এর গুরুত্ব অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।*

বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশে বহুজাতিক কোম্পানীর সার্বিক দিকের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধে ব্যবহৃত উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন প্রকাশিত পত্র—পত্রিকা, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগ এবং সদ্য প্রকাশিত 'টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট' থেকে। প্রবন্ধের শুরুতেই অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে এই উপমহাদেশে বহুজাতিক কোম্পানীর উৎপত্তি বিষয়ে। পরবর্তী অংশে মূলধন বিনিয়োগ থেকে শুরু করে এদের লভ্যাংশ প্রেরণ পর্যন্ত তথ্য নির্ভর একটি পর্যালোচনা প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। সবশেষে প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করা হয়েছে "উপসংহার" শিরোনামে। সংগৃহীত উপাত্তসমূহকে 'পরিশিষ্টে' সারণী আকারে প্রদর্শন করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের "গুরুত্ব", "ভূমিকা" কিংবা "অবদান" – যাই বলা হোক না কেন তা পরিমাপ করার জন্য প্রবন্ধে ব্যবহৃত উপাত্ত এ বিষয়ে আগ্রহী গবেষকদের পরবর্তী গবেষণার সহায়ক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে।

১. ভূমিকা

বহুজাতিক কোম্পানীর সংখ্যা, FORTUNE-500 অনুযায়ী, সারা বিশ্বে এখন প্রায় দুই হাজারেরমতো।[১] উক্ত হিসাব ১৯৮৯ সালের। বিগত দুই বছরে আরো হয়ত পঞ্চাশটি নতুন কোম্পানী জন্ম নিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বহুজাতিক কোম্পানীর জয়যাত্রা শুরু হয় এবং সেই যাত্রা দ্রুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছে। যাত্রার শুরুতে এইগুলি মূলত ছিল শতকরা একশত ভাগ বিদেশী মালিকানাধীন। পরবর্তীকালে এদের সংখ্যা এবং প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবার ফলে বিভিন্ন দেশের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ব্যবসায় নিয়োজিত হয়। একটি জরিপে দেখা যায় প্রায় ৩ শতের মতো বহুজাতিক কোম্পানী বর্তমান বিশ্বের মূলধনী সরঞ্জামের শতকরা ৭০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে। উক্ত জরিপের ভাষায়

* সহকারী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
** প্রভাষক, মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২০০০ সালের মধ্যে এই নিয়ন্ত্রণ শতকরা ৯০ ভাগ ছাড়িয়ে যাবে।[২] সাম্প্রতিক কালে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো শতকরা একশত ভাগ মালিকানার পরিবর্তে এক নতুন কৌশলে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালিত করছে। নতুন কৌশলটির নাম ''জয়েন্ট ভেঞ্চার" বা যৌথ বিনিয়োগ – যার সাহায্যে যে দেশের সাথে বাণিজ্য করতে চায় সেই দেশকেও তার অংশীদার বানিয়ে ভাগাভাগির মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করতে চায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বহুজাতিক কোম্পানীকে নিয়ে সত্তর দশকের বেশীরভাগ সময় যে পরিমাণ লেখালেখি হয়েছে, একমাত্র অর্থনীতি বিষয় ছাড়া আর কোন বিষয়ের লেখালেখির সংখ্যা বহুজাতিক কোম্পানীর সমান হয়নি। বহুজাতিক কোম্পানীর ভূমিকা, মুনাফা অর্জন, গরীব দেশগুলির উন্নয়নে এদের অবদান, মার্কেটিং, ব্যবস্থাপনা, 'ট্রান্সফার প্রাইসিং' এবং বাণিজ্য কৌশল ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ে প্রায় কম করে হলেও পাঁচ হাজার উচ্চমানের গবেষণা, প্রবন্ধ এবং রিপোর্ট ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। কিন্তু বহুজাতিক কোম্পানী নিয়ে বাংলাদেশে গবেষণা এবং প্রবন্ধ এতই স্বল্প হয়েছে যে, এর ফলে আমাদের দেশে বহুজাতিক কোম্পানী সম্পর্কে কেউ কোন ন্যূনতম তথ্য উপস্থাপন করতে পারে না। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাই এই বিষয়ের উপর গবেষণা কিংবা তথ্য ভিত্তিক প্রবন্ধ প্রকাশ করা একান্ত জরুরী। কেননা, কোম্পানীগুলোর একচেটিয়া আধিপত্যের ফলে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিংবা মাঝারী এমনকি বৃহদায়তন দেশীয় প্রতিষ্ঠানও আজকাল নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এর ফলে ব্যবসায়ে উদ্যোক্তার সংখ্যা হ্রাস পাবে যা সামগ্রিক বিবেচনায় দেশজ বাজার অর্থনীতির প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশে ব্যবসায়ের উক্ত সমস্যার গুরুত্বের আলোকেই বর্তমান প্রবন্ধটি লেখা।

২. প্রবন্ধের উদ্দেশ্য

নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখে বর্তমান প্রবন্ধটি প্রণয়ন করা হয়ঃ

ক) কবে, কখন এবং কিভাবে প্রথম বাংলাদেশে বহুজাতিক কোম্পানীর আগমন ঘটে;

খ) বাংলাদেশে বহুজাতিক কোম্পানী কর্তৃক মূলধন বিনিয়োগের ধরণটি কি রকম?

গ) মূলধন বিনিয়োগের বিপরীতে এ সকল প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ থেকে কি পরিমাণ মুনাফা এবং লভ্যাংশ তাদের নিজ নিজ দেশে বিভিন্ন সময়ে প্রেরণ করেছে ? এবং

ঘ) জাতীয় অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন কর্মসংস্থান, নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন তথা বাজার অর্থনীতির সহায়িকা হিসেবে এ সকল প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কি?

৩. গবেষণা পদ্ধতি

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বর্তমান প্রবন্ধের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে ব্যবসায়রত বহুজাতিক কোম্পানী গুলোর একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আমরা গৌণ উপাত্তের (Secondary data) ভিত্তিতে একটি বর্ণনামূলক (Descriptive) বিবরণী তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি বর্তমান প্রবন্ধটিতে। অর্থ এবং তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার কথা বিবেচনা করেই আমরা প্রাথমিক জরিপের মাধ্যমে প্রবন্ধটি প্রণয়ণ থেকে বিরত থাকি। যাহোক, এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত উপাত্তসমূহ অধিকাংশই সংগৃহীত হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক, টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট এবং প্রকাশিত জার্নাল থেকে। প্রবন্ধের বিশ্লেষণ পদ্ধতি উপাত্ত ভিত্তিক হলেও কোন প্রকার 'স্ট্যাটিসটিক্যাল টেষ্ট' (Statistical test) এতে স্থান পায়নি। বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যথা সম্ভব তথ্য নির্ভর, বস্তুনিষ্ঠ বা মতাদর্শ নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪. বহুজাতিক বাণিজ্যের উৎপত্তি

এক দেশের সাথে আরেক দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। বাণিজ্য হতো স্থলপথে এবং জলপথে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মিশরবাসী এক গ্রীক নাবিক লিখেছিলেন "পেরিপ্লাস অভ্ দি এরিথ্রিয়ান সী"। এতে ভারত উপমহাদেশের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্যের এবং বাণিজ্য পথের বিস্তৃত বিবরণ ছিল। স্থলপথে উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্ত পার হয়ে ভারতীয় বণিক পণ্য বিক্রি করত, বিদেশী বণিকও ভারতে আসত। বহু শতাব্দী এভাবেই চলছিল। পরিবর্তন আনে ভাসকে-ডা-গামা। আফ্রিকা ঘুরে তিনি ১৪৯৮ সালে ভারতের সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেন। প্রথমে পর্তুগীজ এবং পরে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের বণিক আর নাবিকেরা ভারত মহাসাগর অঞ্চলে বাণিজ্য বিস্তারে আগ্রহী হয়ে উঠলো। অল্প কথায় এই উপমহাদেশে বহুজাতিক বাণিজ্যের উৎপত্তি হল তখন থেকে।[৩]

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিপূর্ণ অর্থে "বহুজাতিক" না-ও হতে পারে। সাধারণত বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান বলতে আমরা বুঝি এমন উদ্যোগ যার মালিকানা আর মূলধন শিল্পোন্নত দেশের, কিন্তু যার উৎপাদন ও বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন দেশে প্রসারিত। আক্ষরিক অর্থে এক দেশের মূলধন আর মালিকানা সীমানা অতিক্রম করে অন্য দেশে গেলেই বলতে পারা যায় "ট্রান্সন্যাশন্যাল" কিংবা "মালটিন্যাশন্যাল"। তবে সাম্প্রতিক কালে 'বহুজাতিক' কথাটা প্রসার লাভ করে আরো অনেক বেশী। সূক্ষ্ম বিভাজনে না গিয়ে ঐ রকম প্রতিষ্ঠানকে বহুজাতিক বলে এই প্রবন্ধে বিবেচনা করা হয়েছে যার কর্মকান্ড বিশেষ করে মূলধন ও মালিকানা দুইয়ের অধিক দেশে বিস্তৃত। ভারত উপমহাদেশে প্রথম বহুজাতিক উদ্যোগের প্রবেশ ঘটে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নামে ১৬০২ সালে।[৪] প্রথম দিকে ইংল্যান্ডের রাজকীয় সনদ পেয়ে এই কোম্পানী ভারতে ও অন্য পূর্বাঞ্চলে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার পায়। কিছুদিন পরে অন্য একটি কোম্পানী জন্ম নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুটো এক হয়ে যায়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেখাদেখি অবতীর্ণ হল প্রায় একই সঙ্গে "ওলন্দাজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী" এবং ১৬৬৪ সালে "ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী"। বিদেশী মূলধন নিয়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই উপমহাদেশে আসতে আরম্ভ করে ১৮১৩ সালের পর। সেই সাথে বাণিজ্য বাড়লো দ্রুত হারে। ১৮২০ এর দশকে স্টীমারের পাশাপাশি স্থান করে নেয় উড়োজাহাজ। ১৮৫৩ সালে এই উপমহাদেশে প্রবর্তিত হয় প্রথম রেলগাড়ী। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে খুলে দেয়া হয় সুয়েজ খাল। এরপর থেকে বিদেশী মূলধনে বিদেশী মালিকানায় পরিচালিত হয় বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান[৫] – যা আজকের "বহুজাতিক" কোম্পানী নামে আখ্যায়িত। আজকের বাংলাদেশে প্রথম বহুজাতিক কোম্পানীগুলো ছিল ব্রিটিশ মালিকানাধীন। 'চা' শিল্পে প্রথমে তাদের বিনিয়োগ লক্ষ্য করা যায়।[৬] 'চা' শিল্পের কোম্পানীগুলোকে পুরোপুরি বহুজাতিক না বিবেচনা করলে, বলা যাবে, সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশে বহুজাতিক কোম্পানীর আগমন ঘটে ১৯৫৯ সালে, তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানে।[৭] ঔষধ শিল্পে প্রথম 'জার্মান' কোম্পানী এদেশে প্রথম বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। উক্ত শিল্পের একচেটিয়া আধিপত্যের দেখাদেখি ১৯৭০ সালের মধ্যে আরো ২২টি বহুজাতিক কোম্পানীর আগমন ঘটে বাংলাদেশে, যার মধ্যে অধিকাংশই ঔষধ শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করে। ছোট-বড় মিলিয়ে বর্তমানে ১০২ টি বহুজাতিক কোম্পানী বাংলাদেশে তাদের আর্থ-বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত করছে।[৮] এখানে উল্লেখ্য যে এদের মধ্যে ৫৩টি প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ বাংলাদেশে হলেও তাদের সদর দফতর বাংলাদেশের বাইরে। বাকী ৪৯টির উৎপাদন এবং বিপণন বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব উক্ত ৪৯টি প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশের মধ্যেই। কিন্তু ৫৩টি কোম্পানী তাদের যাবতীয় কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সদর দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী।[৯] *সারণী-১* থেকে বহুজাতিক কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন খাতে তাদের সংখ্যা বিস্তারিত পাওয়া যাবে। এখানে আরো উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে এদেশে যতগুলি বহুজাতিক কোম্পানী ছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তির কুড়ি বছর পরেও বাংলাদেশে খুব বেশী একটা বহুজাতিক কোম্পানী আসতে দেখা যায় না। কেবলমাত্র মূলধন বিনিয়োগের

জন্য ১৯৭৫–৯০ সালের মধ্যে প্রায় ৯৩টি কোম্পানী কাজ করার জন্য অনুমোদন পেয়েও ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে নিয়োজিত হয়নি।[১০] তার অর্থ দাড়ায়, সরকারের আকর্ষণীয় বিনিয়োগ নীতি বিদেশী মূলধন আকর্ষণে তেমন কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি।

৫. মূলধন বিনিয়োগ

বাংলাদেশে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের ধরণ তিনটিঃ (১) বাহির থেকে সরাসরি নগদ মূলধন আনয়ন; (২) মূলধনের সমমানে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আনয়ন; এবং (৩) ইতিমধ্যে বিনিয়োগকৃত মূলধনের আয় পুনঃ বিনিয়োগ। অধিকাংশ বহুজাতিক কোম্পানী সরাসরি নগদ অর্থে মূলধন বিনিয়োগ না করে তাদের আগের বিনিয়োগের আয়কেই নতুন করে বেশী বিনিয়োগ করে (দ্রঃ *সারণী*–২)। মূলধন বিনিয়োগের অন্য দুই প্রকৃতি একেবারেই তাৎপর্যহীন। বৈদেশিক মূলধন বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কি ভূমিকা রেখেছে তা *সারণী*–৩ থেকে প্রতীয়মান। এই *সারণী* থেকে প্রতীয়মান হবে যে, বিগত কুড়ি বছরে বিনিয়োগের পরিমাণে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ধারাবাহিকতা নেই। ১৯৭১ সাল নাগাদ বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩১৩·১৯ মিলিয়ন টাকা এবং তা ১৯৮২–৮৩ সালেও অনুরূপ থাকে। উক্ত সময়ের মধ্যে কেবলমাত্র ১৯৭৮–৭৯ এবং ১৯৮২–৮৩ সাল দুটি বাদ দিলে দেখা যায় বিনিয়োগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৮২–৮৩ সাল থেকে ১৯৮৮–৮৯ সালের মধ্যে বিনিয়োগের পরিমাণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উক্ত সময়ের মধ্যে কতিপয় বছরে আচমকা হারে বিনিয়োগের হ্রাস–বৃদ্ধি ঘটে। তবে পূর্বের দশ বছরের তুলনায় টাকার পরিমাণ বাড়লেও শিল্পখাতে বাংলাদেশে মোট স্থায়ী সম্পত্তির সাথে উক্ত বিনিয়োগের তুলনা করলে দেখা যায়, বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ সমস্ত স্থায়ী সম্পত্তির মাত্র শতকরা দুই ভাগ – যা ১৯৭১ সাল নাগাদ ছিল শতকরা এক ভাগ। তার অর্থ দাঁড়ায়, বাংলাদেশে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ কোনকালেই তেমন কোন ভূমিকা পালন করতে পারেনি। অবশ্য টাকার অবমূল্যায়নের কথা বিবেচনা করলে সত্যিকার বিনিয়োগের পরিমাণ সম্পর্কে মূল্যায়ন ভিন্নতরহবে।

৬. দেশওয়ারী বহুজাতিক কোম্পানী এবং বিনিয়োগ

যৌথ উদ্যোগে কিংবা বহুজাতিক কোম্পানী যেভাবেই বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, বাংলাদেশে এ গুলোর অধিকাংশই পাশ্চাত্যের শিল্প–উন্নত দেশ থেকে এসেছে। ১৯৮৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগকারী ১০২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কমপক্ষে

৪৯টি প্রতিষ্ঠানের আগমন ঘটে একমাত্র পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক দেশ থেকে। এবং সেই কারণে বৈদেশিক মূলধনের বিরাট অংশটির (৫৩·৮%) ভাগীদার উক্ত দেশ কয়টি। তবে সাম্প্রতিক কালে কতিপয় নতুন দেশ – যেমন জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, ভারত পুঁজি বিনিয়োগে পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বহুদূর এগিয়ে এসেছে। ১৯৮০–৮১ সাল থেকে ১৯৮৮–৮৯ সালের মধ্যে যে পরিমাণ বৈদেশিক মূলধন বাংলাদেশে বিনিয়োগ হয়েছে তার মধ্যে একক দেশ হিসেবে হংকং সবার শীর্ষে (দ্রঃ *সারণী–৫*)। উক্ত সময়ে হংকং মোট বিনিয়োগ করে ১৬২১·৫৩ মিলিয়ন টাকা। হংকং–এর পরে অবস্থান করছে চীন (৯৪৯·১২ মিলিয়ন টাকা), সিংগাপুর (৪৫১·৬৫ মিলিয়ন টাকা), দক্ষিণ কোরিয়া (৩০৩·৬৯ মিলিয়ন টাকা) এবং জাপান (২৯২·২৭ মিলিয়ন টাকা)। উক্ত সময়কালে পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোর মধ্যে অধিক বিনিয়োগ করে কানাডা, ইতালী এবং সুইডেন। উক্ত *সারণী* থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট ফুটে ওঠে। প্রথমত যৌথ মূলধন বিনিয়োগে উন্নয়নশীল দেশসমূহ পুঁজি বিনিয়োগে অপেক্ষাকৃত বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে এবং দ্বিতীয়ত, পূর্বেকার উন্নত দেশগুলোর বিনিয়োগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে এবং এ সকল দেশের মধ্যে নতুন করে আকৃষ্ট হচ্ছে ইতালী, সুইডেন এবং ফ্রান্স –যাদের বিনিয়োগ ১৯৮১–৮২ সালের পূর্বে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ছিল না।

বিনিয়োগের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক খাত বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় একটি কাঠামোগত পরিবর্তন। চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী এদেশে স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত অধিকাংশ দেশ তাদের বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ রেখেছে কেবলমাত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিবিধ বাণিজ্যে। কিন্তু ১৯৭৭–১৯৭৬ সময় কালে এর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন ১৯৭৭ সাল নাগাদ উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি (৪৫%)। এবং সে বৎসর বাণিজ্যে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মাত্র শতকরা ২০·১০ ভাগ। অথচ ১৯৮৬ সালের মধ্যে বাণিজ্যে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪২·০৯ ভাগ উন্নীত হলেও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে এর পরিমাণ প্রায় অনুরূপই থেকে যায়।

বৎসরওয়ারী বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের চিত্রটি বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় এক ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন। *সারণী –৭* থেকে দেখা যায় এক কালের আকর্ষণীয় ঔষধ এবং পেট্রোলিয়াম শিল্প বর্তমান সময়ে তেমন কোন মূলধন বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারছেনা। উক্ত দুই শিল্পের পরিবর্তে বর্তমানে বেশি মূলধন বিনিয়োগ করা হচ্ছে বস্ত্র শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প এবং পেপার শিল্পে। এই জাতীয় কাঠামোগত পরিবর্তন মূলত হয়ে থাকে সরকারের রপ্তানী উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতির জন্যই। তুলনামূলকভাবে অন্যান্য শিল্পের চেয়ে উক্ত শিল্পসমূহে অধিক মুনাফা অর্জিত হয় বলেই আজ এ সকল শিল্পেও বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ হচ্ছে অধিক মাত্রায়।

৭. মুনাফা স্থানান্তর এবং লভ্যাংশ

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুনাফা স্থানান্তর এবং লভ্যাংশ বিষয়ে আমরা যে সকল উপাত্ত সংগ্রহ করেছি তা ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৩ সময়কাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট এবং বাংলাদেশ ব্যাংক পরিসংখ্যান বিভাগ ইত্যাদি উৎস থেকে লভ্যাংশের চিত্র সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় এবং সেখানে উক্ত সময়কালেরই কেবলমাত্র এ সংক্রান্ত উপাত্ত পাওয়া যায়। চলতি সময়কাল নাগাদ এ তথ্য না পাওয়া গেলেও বিগত ৮ বছরের উপাত্তের ভিত্তিতে অনুমান করে নেয়া সম্ভবপর বহুজাতিক কোম্পানীগুলো বাংলাদেশ থেকে কি পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করছে লভ্যাংশ হিসেবে।

বহুজাতিক কোম্পানীগুলো কি পরিমাণ মুনাফা এবং লভ্যাংশ বাংলাদেশ থেকে তাদের নিজ নিজ দেশে প্রতি বছর প্রেরণ করছে তা দিয়ে মূল্যায়ন করা যায় বৈদেশিক বিনিয়োগের উপযোগিতা। ১৯৭৬–৭৭ থেকে ১৯৮২–৮৩ সময়কালে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো ১৭৫৩৯৮ মিলিয়ন টাকা মুনাফা এবং লভ্যাংশ বাবত নিজ নিজ দেশে প্রেরণ করে এই লভ্যাংশের পরিমাণ উক্ত সময়কালে মোট বিনিয়োগের শতকরা ১০·৫ থেকে ১৬·৭ ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। (*সারণী ৮ এবং ৯ দ্রষ্টব্য*)।

উল্লেখিত সময়ে যে কয়টি দেশের বহুজাতিক কোম্পানী সবচেয়ে বেশী পরিমাণে মুনাফা এবং লভ্যাংশ বিদেশে প্রেরণ করে তাদের মধ্যে একক দেশ হিসাবে যুক্তরাজ্য সকলের উর্ধ্বে। (*সারণী* –৯ দ্রষ্টব্য)। একমাত্র যুক্তরাজ্য কর্তৃক মোট প্রেরিত অর্থের পরিমাণ মোট প্রেরিত লভ্যাংশের শতকরা ৭৭ ভাগ। এর পরেই রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র (১৫·৬%), সুইজারল্যান্ড (৩·৭%) (*সারণী* – ৭ দ্রষ্টব্য)। অন্য দেশগুলোর প্রেরিত অর্থের পরিমাণ মোট প্রেরিত অর্থের শতকরা একভাগেরও কম। ১৯৭৬–৭৭ সন থেকে ১৯৮৫–৮৬ সময় পর্যন্ত বহুজাতিক কোম্পানী কর্তৃক প্রেরিত মোট অর্থের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যে দুটি শিল্প অর্থ প্রেরণ করে সে দু'টি হলো "চা" শিল্প এবং "তামাক" শিল্প। উল্লেখ্য, উক্ত দু'টি শিল্পই যুক্তরাজ্যের বহুজাতিক কোম্পানী।

১৯৭৭–৮২ সময়ে বহুজাতিক কোম্পানী কর্তৃক বাংলাদেশ থেকে তাদের লভ্যাংশ প্রেরণের অংকটির সাথে দেশে বৈদেশিক মূলধন আগমনের অংকটির তুলনা করলেও দেখা যায় দেশে বিনিয়োগের চেয়ে দেশ থেকে লভ্যাংশ প্রেরিত হয়েছে অনেক বেশি। *সারণী* ৮ –এ তার চিত্রটি দেয়া হয়েছে। উক্ত *সারণী* থেকে দেখা যায় ১৯৭৭–৮২ সময় কালে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ হিসেবে বাংলাদেশে মোট অর্থের আগমন ঘটে ৪২৩৬ মিলিয়ন টাকা; অপরদিকে উক্ত সময়কালে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো

লভ্যাংশ হিসেবে অর্থ প্রেরণ করে ৬১৮·৩ মিলিয়ন টাকা। অধিকন্তু কেবলমাত্র ১৯৮১ সালটি বাদ দিলে দেখা যায় প্রতি বছরই দেশে অর্থ আগমনের চেয়ে অর্থ প্রেরিত হয়েছে বেশি পরিমাণে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের মধ্যে পূর্বের সঞ্চিত আয় থেকে বিনিয়োগ করাকেও ধরা হয়।

যদি আমরা কেবলমাত্র বিদেশ থেকে আগত নতুন মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণকে বিবেচনা করি, তাহলে দেখা যায় উক্ত সময়ে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণের চেয়ে প্রায় পাঁচ গুণ বেশী পরিমাণে প্রেরিত হয়েছে লভ্যাংশ। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ সময় কালে বিদেশ থেকে নতুন মূলধন (new capital) এবং আমদানীকৃত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতির মোট পরিমাণ ছিল ১৩০ মিলিয়ন টাকা। কিন্তু উক্ত সময়ে বহুজাতিক কোম্পানী কর্তৃক প্রেরিত লভ্যাংশের পরিমাণ ৬১৮·২ মিলিয়ন টাকা। এ চিত্রটিও সঠিক হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। কেননা আমরা জানি বহুজাতিক কোম্পানীর লভ্যাংশ প্রেরণের আরেকটি কৌশল হচ্ছে 'ট্রান্সফার প্রাইসিং' – যা' মূলত করা হয় আয়কর ফাঁকি দেবার জন্য।[১১] এমন কোন বহুজাতিক কোম্পানী এ বিশ্বে নেই যেটি 'ট্রান্সফার প্রাইসিং' কৌশলের মাধ্যমে বিনিয়োগকৃত দেশের আয়কর ফাঁকি না দিয়েছে।[১২]

'ট্রান্সফার প্রাইসিং'–এর সাহায্যে কিভাবে বহুজাতিক সংস্থাগুলো লাভ করে তার একটি দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটি অধিক বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে। যেমন ধরা যাক একটি বহুজাতিক কোম্পানী হয়তো বাংলাদেশ থেকে অন্য কোন দেশে রপ্তানী করবে যা থেকে ৫০০ কোটি টাকা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোম্পানীটি বিদেশে একটি ক্রয়–বিক্রয় সংস্থা স্থাপন করে তার কাছে ৫০০ কোটি টাকার জিনিস বিক্রি করবে ৩০০ কোটি টাকাতে। আমাদের রপ্তানী বাড়বে ৩০০ কোটি টাকা, বিদেশী ক্রেতা দিবে ৫০০ কোটি টাকা – মাঝখানে ২০০ কোটি টাকা লাভ থাকবে বহুজাতিক সংস্থাটির। এ কৌশলটি নির্ভর করে দেশগুলির আমদানী–রপ্তানীর নিয়মাবলী এবং শুল্কের হারের উপরে। যেখানে শুল্ক বেশি সেখানে আমদানীকরা উপাদানের দাম কম করে দেখানো হয়; যেখানে শুল্ক কম, সেখানে দাম বেশি রাখলেও ক্ষতি নেই। এই 'ট্রান্সফার প্রাইসিং'–এর উপরে আমাদের সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে বিনিয়োগ এবং লভ্যাংশ প্রেরণের যে চিত্রটি তুলে ধরা হলো তা কোন অবস্থাতেই সঠিক নয়। দেখা যায় গরীব দেশগুলোতে বাণিজ্যরত বহুজাতিক কোম্পানীগুলো সরকারী যে হিসাবটি লভ্যাংশ হিসেবে তাদের নিজ নিজ দেশে প্রেরণ করে তার সম পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করে 'ট্রান্সফার প্রাইসিং'–এর মাধ্যমে।

তাহলে কি বৈদেশিক বিনিয়োগ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রয়োজন নেই? এর উত্তর পাওয়া যায় সম্প্রতি বাংলাদেশে পরিচালিত একটি সমীক্ষা থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম, রেজা; এম, আলম এবং এ, রশিদ বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের বহিঃসম্পদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ১৯৮৪ সালে

``Scope of Private Foreign Investment in Bangladesh" শিরোনামে একটি গবেষণা প্রকল্প সম্পাদন করেন। এতে বলা হয়েছেঃ ``It would thus appear from the evidence that, notwithstanding the limitations of this exercise, to date Direct Foreign Investment in Bangladesh has been a drain on national resources."[১৩] উক্ত গবেষণারই প্রেক্ষিতে অধ্যাপক রেহমান সোবহান লন্ডন থেকে প্রকাশিত একটি জার্নালে লেখেনঃ

> As between 1977 and 1983, at a time when the Government of Bangladesh was laying down the red carpet for foreign investors, Bangladesh, one of the poorest countries in the world, was exporting capital abroad to the extent of TK. 618.3 million. It follows that unless there is a quantum escalation in new inflows of DFI the further liberalization of provision for remittances of profits by MNCs will in the years ahead increase the net drainage of resources out of Bangladesh."[১৪]

এতো গেল লভ্যাংশের দিক। এবার আসা যাক অন্য প্রশ্নে। বহুজাতিক কোম্পানীগুলো কি আমাদের দেশের কর্মসংস্থান বাড়াচ্ছে? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য কোন পরিসংখ্যান না পাওয়া গেলেও সাধারণভাবে বলা যায় যে, কর্মসংস্থান তো বাড়ছেই না, বরং কমছে। প্রথমেই চোখে পড়ে যে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন মূলত উচ্চতর প্রযুক্তি ও যন্ত্রভিত্তিক, এতে তুলনামূলকভাবে শ্রমিক নিয়োগ কম। তাছাড়া, এখন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের তত্ত্বাবধানে, অনেক সময় বেনামিতে, ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করছে এবং এদের দিয়ে উৎপাদন করিয়ে নিচ্ছে। ক্ষুদ্রশিল্প ও বৃহৎ শিল্পের আঙ্গাঙ্গী সহাবস্থান অনেক দেশেই আছে, কিন্তু আমাদের দেশে বড় শিল্পগোষ্ঠীই ছোট–ছোট কারখানা স্থাপন করছে। উদ্দেশ্য অনেক – ছোট কারখানাতে শ্রম বিরোধ কম, মজুরী কম, আর নানা ধরনের সরকারী সাহায্য প্রচুর। এর ফলে সামগ্রিকভাবে কর্মসংস্থান সংকোচন হচ্ছে। ছোট কারখানা মধ্যবিত্ত উদ্যোক্তাদের হাতে থাকলে যতটা কর্মী নিয়োগ হতো, বড় মালিকের হাতে পড়লে ততটা হয় না– কারণ তখন উঁচু দরের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করা হয়। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত ক্ষুদ্র শিল্পের বিস্তারে শ্রমিক নিয়োগ কমতে পারে – একথা অনেক গবেষণাতেই স্বীকৃত হয়েছে।[১৫]

সাম্প্রতিককালে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বহুজাতিক মূলধন আর মালিকানায় এক নতুন ধরনের কৌশল ব্যবহৃত হচ্ছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে

যে, পূর্বে বিদেশী কোম্পানী আমাদের মত দেশে নিজেদের অফিস বা শাখা–অফিস খুলতো এবং তার তত্ত্বাবধানে কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হত। আজকাল প্রত্যক্ষ শাখা অফিস অনেক ক্ষেত্রেই নেই। আছে বিদেশী ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে। বর্তমানকালে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানী শাখা অফিস না খুলে 'সাবসিডিয়ারী' কোম্পানী খোলে – একটু পরিবর্তিত নামে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশীয় ব্যবসায়ীরাও এর সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং আইনের চোখে এদের বাংলাদেশের কোম্পানী আইনে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এগুলি সরকারী বর্গীকরণে "যৌথ প্রতিষ্ঠান" বলে দেখানো হয় এবং এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে এবং বহু মৌল পণ্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে এদের প্রভাব ব্যাপক। যৌথ প্রতিষ্ঠান বলে দেখানো হলেও দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থাৎ উৎপাদনের কাঁচামাল আমদানী / ক্রয় থেকে শুরু করে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই দুই দেশের চুক্তির মাধ্যমে তা হয়ে থাকে এবং সেখানে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। কেবলমাত্র পণ্যের নামটাই বাংলা, আর সব বিদেশ থেকে আনা। বিজ্ঞাপনের মোহে আকৃষ্ট হয়ে এদের আক্রমণের শিকার হয় সমাজের সর্বস্তরের লোকজন – কারণ এদেশে ক্রেতার অভাব নেই।

৮. উপসংহার

উন্নয়শীল বিশ্বে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মত দেশগুলোতে, বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর অবস্থান সম্পর্কে দু'ধরনের মতবাদ পরিলক্ষিত হয়। একদল বহুজাতিক বিনিয়োগের পক্ষে এবং অপর দল বিনিয়োগের তীব্র বিরোধিতা করেন। উভয় দলের যুক্তি এবং প্রতিউত্তর এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়নি। [বিস্তারিত দেখুন, হরিপদ ভট্টাচার্যঃ "ইম্প্যাক্ট অভ্ এম এন সি রুল অন দি ডেভেলপমেন্ট অভ্ হোস্ট কানট্রি", *সোসাল সাইন্স রিভিউ*, (ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ) পার্ট–ডি, ১৯৯০]

এই প্রবন্ধে বাংলাদেশে বাণিজ্যরত বহুজাতিক কোম্পানীসমূহের বিভিন্ন দিকের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। সংযোজিত উপাত্ত ও বিশ্লেষণ থেকে যে সকল বিষয় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে তা হলোঃ

১। বাংলাদেশে বহুজাতিক কোম্পানীর বিনিয়োগ এবং কার্যকলাপ ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকেই অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৮৮–৮৯ সাল নাগাদ ১৯৫ টি প্রকল্প বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য অনুমোদন পেলেও বর্তমানে কর্মরত প্রকল্পের সংখ্যা ১০২ টি।

২। মোট বিনিয়োগকৃত অর্থের মধ্যে (যা মূলত তিনভাগে হয়ে থাকে) পূর্বের সঞ্চিত অর্থ থেকেই বহুজাতিক কোম্পানী তাদের মূলধন বিনিয়োগ করে – যার পরিমাণ শতকরা মোট বিনিয়োগের ৫৫ ভাগ।

৩। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মুনাফা স্থানান্তর এবং লভ্যাংশ প্রেরণের চিত্রটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও পূর্ণাঙ্গ তথ্য এ প্রবন্ধে আমরা উপস্থাপন করতে সক্ষম হইনি তথাপিও বলা যায় যে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজ নিজ দেশে তাদের অর্থ প্রেরণের পরিমাণ বিনিয়োগের চেয়ে পাঁচগুণ বেশী – যা থেকে প্রতীয়মান হয় বৈদেশিক বিনিয়োগ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কতটুকু অবদান রাখবে আগামী বছরগুলোতে। বাংলাদেশের মতো একটি অত্যন্ত গরীব দেশ থেকে উক্ত পরিমান অর্থ পাচার নিঃসন্দেহে জাতীয় অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। এ ব্যাপারে সরকারী নীতিমালা অবশ্যই জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে প্রণীত হওয়া উচিত।

৪। প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক খাত অনুসারে বিচার করলে দেখা যায়, কৃষি খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে এবং বাণিজ্য বিনিয়োগের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়ছে। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ তেমন আশাব্যঞ্জক নয়; যেমন আশাব্যঞ্জক বাণিজ্য খাত।

৫। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহেও দেখা যায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন। এক সময়ের ঔষধ শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে এবং এ স্থান দখল করে নিয়েছে বস্ত্র এবং খাদ্য-প্রক্রিয়াজাত শিল্প। এক কথায় বলা যায়, বর্তমানে আমদানী-বিকল্প শিল্প খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ এর পরিমাণ বাড়ছে এবং রপ্তানী উন্নয়নমূখী পণ্যের উৎপাদনে আগ্রহ দেখাচ্ছে বেশী পরিমাণে।

৬। দেশওয়ারী বৈদেশিক বিনিয়োগ চিত্র বিচার করলেও দেখা যায় এক ধরনের পরিবর্তন। পাশ্চাত্য শিল্প-উন্নত দেশগুলোর পাশাপাশি বিনিয়োগে আকৃষ্ট হচ্ছে কতিপয় মধ্য আয়ের দেশ। সময়ের বিচারে মধ্য আয়ের দেশগুলোর যেমন সিঙ্গাপুর, চীন, দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগ প্রবণতা অনেক বেশী উন্নত দেশগুলোর তুলনায়।

৭। সাম্প্রতিককালে শতকরা একশত ভাগ মালিকানার পরিবর্তে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো ''যৌথ বগীকরণে'' অধিক বিনিয়োগে আগ্রহী। সমতার ভিত্তিতে বিনিয়োগকৃত নতুন কৌশলে এদের মালিকানা বর্তমানে শতকরা ২২ ভাগ থেকে ৮৪ ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

পরিশিষ্ট ঃ সারণী

সারণী ১-০ ঃ বাংলাদেশে কার্যরত এবং নিবন্ধীকৃত
বহুজাতিক কোম্পানীর সময় ওয়ারী বিবরণী

	প্রতিষ্ঠিত সময়						
খাত/শিল্প	১৯৫০ এর পূর্বে	৫০–৬০	৬০–৭১	৭২–৭৫	৭৫–৮০	৮০–৮৫	মোট
ট্রেডিং	১	১	৪	–	১	–	০৭
মার্কেটিং	–	৫	–	–	–	–	০৫
ঔষধ	–	১	১০	–	–	–	১১
কেমিক্যাল	–	১	১	১	–	–	০৩
পেট্রোলিয়াম	–	–	২	–	–	–	০২
ইলেকট্রনিক	–	–	২	২	১	১	০৬
গুদামজাত	–	১	–	–	–	–	০১
তামাক	–	১	–	–	–	–	০১
খাদ্য	–	১	–	১	–	–	০২
টেক্সটাইল	–	–	১	–	–	০২	০৩
ফিশিং	–	–	–	–	০৩	–	০৩
প্রকৌশলী	–	১	–	–	–	–	০১
শিপিং	–	–	১	–	–	–	০১
মেটাল	–	–	–	–	২	–	০২
সিমেন্ট	–	–	১	–	–	–	০১
	০১	১২	২২	০৪	০৭	০৩	৪৯

উৎস ঃ ১। বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিসংখ্যান বিভাগ বার্ষিক পরিসংখ্যান রিপোর্ট, ১৯৮৫।

২। মুজাফফর আহমেদ, "ট্রান্সন্যাশন্যাল ফ্রম এশিয়ান এন্ড পেসিফিক ডেভেলপিং ইকোনমিকস ইন বাংলাদেশ", বাংলাদেশ জার্নাল অফ পলিটিকেল ইকোনমি, ভলিয়ম-৯, নম্বর-২, ১৯৮৮।

সারণী ১–১ ঃ খাত এবং সময় ওয়ারী বহুজাতিক কোম্পানীর তালিকা
(বাংলাদেশের বাইরে নিবন্ধীকৃত)

খাত	১৯৪৭ এর পূর্বে	১৯৪৭–৭১	৭২–৭৫	৭৫–৮০	৮১–৮৫	মোট
ট্রেডিং	০১	০৮	০৬	–	–	১৫
বিমান	–	৪	২	০১	–	০৭
শিপিং	–	–	২	–	–	০২
নির্মাণ	–	১	১	–	–	০২
ব্যাংকিং	১	২	২	০১	–	০৬
বীমা	–	১	–	–	–	০১
চা	১২	৩	–	–	–	১৫
প্রকৌশলী	–	১	–	–	–	০১
ঔষধ	–	১	–	–	–	০১
ইলেকট্রনিকস	–	১	২	–	–	০৩
সর্বমোট	১৪	২২	১৫	০২	–	৫৩

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিসংখ্যান বিভাগ বার্ষিক পরিসংখ্যান রিপোর্ট ১৯৮৫।

সারণী ১–২ ঃ তিন ধরনের বহুজাতিক কোম্পানীর সমন্বিত সারণী

বহুজাতিক কোম্পানীর ধরণ	১৯৪৭ এর পূর্বে	১৯৪৭–৭১	৭২–৭৫	৭৫–৮০	৮০–৯০	মোট
শাখা অফিস	১২	২২	১৫	০২	–	৫১
বাংলাদেশে নিবন্ধীকৃত	–	৩৪	৪	০৭	০৩	৪৮
অনুমোদিত	–	–	–	১০	৮৩	৯৩
সর্বমোট	১২	৫৬	১৯	১৯	৮৬	১৯২

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিসংখ্যান বিভাগ বার্ষিক পরিসংখ্যান রিপোর্ট ১৯৮৫।

সারণী ২ ঃ বিনিয়োগের উপাদান অনুযায়ী বাংলাদেশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (শতকরা মূল্যমান)

উপাদান	১৯৭২–৮২	১৯৮৩	১৯৮৪	১৯৮৫	১৯৮৬
নগদ মূলধন	২৬·৬৭	২৯·৫০	১৩·৪১	৩৫·৪২	৫৭·৭০
মূলধনী যন্ত্রপাতি	৪·২১	৩৫·৫৭	২৮·৬৭	১·৪৮	০·০২
সঞ্চয়ী অর্থ পুনঃ বিনিয়োগ	৬৯·১৩	৩৪·৯৩	৮৪·৭৪	৬৩·১০	৪২·২৮

উৎস ঃ টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট, ভলিয়ম নং ২, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউ পি এল) ঢাকা, ১৯৯১।

সারণী ৩ ঃ বাংলাদেশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ চিত্র

বৎসর	মোট মঞ্জুরীকৃত প্রতিষ্ঠান	বর্তমানে উৎপাদনে নিয়োজিত	বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১৯৭১ পর্যন্ত	২৩	২৩	৩১৩·১৯
১৯৭২–৭৩	–	–	–
৭৩–৭৪	–	–	–
৭৪–৭৫	১	১	০·৪৮
৭৫–৭৬	–	–	–
৭৬–৭৭	২	২	৩·৭০
৭৭–৭৮	২	১	৩০·৮৭
৭৮–৭৯	৩	৩	৩৫৪·১১
৭৯–৮০	২	২	১৪·৮৮
৮০–৮১	১২	১১	১৩৪·৮৪
৮১–৮২	–	–	–
৮২–৮৩	৯	৮	৫১৭·৯৬
৮৩–৮৪	১৮	১৪	১০৯৭·৮৯
৮৪–৮৫	৬	৪	৩৫০·৫৯
৮৫–৮৬	৫	১	৯৩·৫৬
৮৬–৮৭	১৬	৪	২২৮০·০১
৮৭–৮৮	১৭	৩	২৫৪৬·৯৭
৮৮–৮৯	১৯	–	৪০৭৯·৫১
মোট	১৩৫	৭৭	১১৮১৭·৫৬

উৎস ঃ টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট, ভলিয়ম নং ২, ইউ পি এল, ঢাকা ১৯৯১

উৎস ঃ টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট, ভলিয়ম নং ২, ইউ পি এল, ঢাকা ১৯৯১

সারণী ৪ : ১৯৭২–১৯৮৪ সাল নাগাদ বাংলাদেশে কার্যরত বিভিন্ন দেশের বহুজাতিক কোম্পানীর সংখ্যা বিবরণী

দেশ	ট্রেডিং	খাত-ওয়ারী বহুজাতিক কোম্পানীর সংখ্যা			
		ম্যানুফেকচারিং	সার্ভিস	প্রাইমারী	মোট-
যুক্তরাজ্য	০৭	১৫	০১	–	২৩
যুক্তরাষ্ট্র	০৬	–	–	–	০৬
কানাডা	–	০১	–	–	০১
নেদারল্যান্ড	০১	০৪	–	–	০৫
পশ্চিম জার্মানী	০২	০২	–	–	০৪
সুইজারল্যান্ড	–	০২	–	–	০২
ফ্রান্স	–	–	০১	–	০১
বেলজিয়াম	–	*	–	–	–
সুইডেন	০১	০১	–	–	০২
জাপান	–	০১	–	০১	০২
দক্ষিণ কোরিয়া	–	০১	–	–	০১
সিঙ্গাপুর	–	০১	–	–	০১
ভারত	–	০১	–	–	০১
থাইল্যান্ড	–	০১	–	০১	০২
অন্যান্য	–	–	–	০২	০২
মোট	১৭	৩০	০২	০৪	৫৩

উৎস : মোজাফফর আহমেদ, পূর্বোক্ত

* – নির্দেশ করে সংখ্যা পাওয়া যায়নি

সারণী ৫ ঃ দেশওয়ারী বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)

দেশ / বৎসর	১৯৭৩–৭৬	১৯৭৬–৭৭	৭৭–৭৮	৭৮–৭৯	৭৯–৮০	৮০–৮১	৮১–৮২	*
যুক্তরাজ্য	–	২·৮০	৭·৮৭	–	২·৮৮	১৫·৫০	–	
যুক্তরাষ্ট্র	–	–	–	০·৭৫	–	–	–	
পশ্চিম জার্মান		–	–	–	–	৩৬·৪৫	–	
নেদারল্যান্ড		–	–	–	–	–	–	
ফ্রান্স	–	–	–	–	–	–	–	
সুইজারল্যান্ড		–	–	–	–	–	–	
সুইডেন	–	–	২৩·০০	–	–	–	–	
কানাডা	–	–	–	–	–	–	–	
বেলজিয়াম		–	–	–	–	–	–	
ইতালী	–	–	–	–	–	৬·০০	–	
জাপান	–	–	–	২৫১·৭০	–	–	–	
অষ্ট্রেলিয়া	–	–	–	–	–	–	–	
সাব–মোট (Sub-total)	–	২·৮০	৩০·৮৭	২৫২·৪৫	২·৮৮	৫৭·৯৫	–	

* ধারাবাহিক

সারণী ৫ (ধারাবাহিক) ঃ দেশওয়ারী বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)

বৎসর / দেশ	১৯৮২–৮৩	৮৩–৮৪	৮৪–৮৫	৮৫–৮৬	৮৬–৮৭	৮৭–৮৮	৮৮–৮৯	মোট	
যুক্তরাজ্য	–	১২৪·৭০	৩৫·৮০	৬০·০০	৯২·২৬	১১১০·০৬	১৮২০·৫৯	৩২৭২·৪৬	
যুক্তরাষ্ট্র	–	১১·৬০	–	৫·২৬	১২·৭০	১·৭৫	–	৩২·০৬	
পশ্চিম জার্মানী	৩৪·০৪	–	৫০·০০	–	–	–	৮·২৯	১২৮·৭৮	
নেদারল্যান্ড	–	১৯৮·৪০	১৮·৯৭	–	২৯১·৮৭	–	–	৫০৯·২৪	
ফ্রান্স	–	৩৮·৬২	–	১০·০০	–	৬১৫·৬৪	–	৬৬৪·২৬	
সুইজারল্যান্ড	–	৪·৯৫	–	–	৩০০·০০	–	–	৩০৪·৯৫	
সুইডেন	–	৪৫৩·৪৫	–	–	–	–	–	৪৭৬·৪৫	
কানাডা	৪৪২·০০	৫·৩২	–	–	–	–	৫৫৮·৬১	১০০৫·৯৩	
বেলজিয়াম		–	৪·৬২	–	–	–	–	৪·৬২	
ইতালী	–	–	–	–	–	৫৯২·২০	৫০০·৮৯	১০৯৯·০৯	
জাপান	–	–	–	–	৪০·৫৭	–	–	২৯২·২৭	
অস্ট্রেলিয়া	–	–	–	–	–	–	২১·৬০	২১·৬০	
সাব–মোট	৪৭৬·০৪	৮৩৭·০৪	১০৯·৩৯	৭৫·২৬	৭৩৭·৪০	২৩১৯·৬৫	২৯০৯·৯৮	৭৮১১·৭১	

* ধারাবাহিক

সারণী ৫ (ধারাবাহিক) : দেশওয়ারী বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)।

দেশ / বৎসর	১৯৭৩–৭৪	৭৪–৭৫	৭৫–৭৬	৭৬–৭৭	৭৭–৭৮	৭৮–৭৯	৭৯–৮০	৮০–৮১	৮১–৮২	*
সিঙ্গাপুর	–	–	–	–	–	–	–	১৬·০০	–	
হংকং	–	০·৪৮	–	০·৯০	–	–	–	–	–	
দক্ষিণ কোরিয়া	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
থাইল্যান্ড	–	–	–	–	–	১০১·৬৬	–	২৪·৮৮	–	
চীন	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
সাব–মোট	–	০·৪৮	–	০·৯০	–	১০১·৬৬	–	৪০·৮৮	–	
পাকিস্তান	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
ইন্ডিয়া	–	–	–	–	–	–	১২·০০	৩৫·০০	–	
ওমান	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
পানামা	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
সাব–মোট	–	–	–	–	–	–	১২·০০	৩৫·০০	–	
সর্বমোট	–	০·৪৮	–	৩·৭০	৩০·৮৭	৩৫৪·১১	১৪·৮৮	১৩৩·৮৪	–	

* ধারাবাহিক

সারণী ৫ (ধারাবাহিক) ঃ দেশওয়ারী বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)

দেশ / বৎসর	১৯৮২–৮৩	৮৩–৮৪	৮৪–৮৫	৮৫–৮৬	৮৬–৮৭	৮৭–৮৮	৮৮–৮৯	মোট
সিঙ্গাপুর	–	২৩০·৪৫	–	–	–	৬·২০	১৯৯·০০	৪৫১·৬৫
হংকং	১৬·১৬	৪·৮০	৮·২৯	৪·৯০	১৩৯৮·৫০	১১·০০	১৭৬·৫০	১৬২১·৫৩
দক্ষিণ কোরিয়া	২৫·৭৬	৮·৯০	–	–	–	৬৩·৭৬	২০৫·২৭	৩০৩·৬৯
থাইল্যান্ড		–	–	–	১৪·৯৭	–	–	–১৪১·৫১
চীন	–	৯·৩০	২৩২·৯১	–	৫·৫৫	১৩৫·৭৬	৫৬৫·৫০	৯৪৯·১২
ফিলিপাইন	–	–	–	১৩·৪০	–	–	–	১৩·৪০
সাব–মোট	৪১·৯২	২৫৩·৪৫	২৪১·২০	১৮·৩০	১৪১৯·০২	২১৬·৭২	১১৪৬·৩৭	৩৪৮০·৯০
পাকিস্তান		–	–	–	––		১·০০	১৫·০০১৬·০০
ইন্ডিয়া						৯·৬০	৮·১৬	৬৪·৭৬
ওমান					১২৩·৫৯	–	–	১২৩·৫৯
পানামা	–	৭·৪০						৭·৪০
সাব–মোট	–	৭·৪০	–	–	১২৩·৫৯	১০·৬০	২৩·১৬	২১১·৭৫
সর্বমোট	৫১৭·৯৬	১০৯৭·৮৯	৩৫০·৫৯	৯৩·৫৬	২২৮০·০১	২৫৪৬·৯৭	৪০৭৯·৫১	১১৫০৪·৩৬

উৎস ঃ এস, রেজা, ''দি রুল অব ট্রান্সন্যাশানাল কর্পোরেশনস্ ইন বাংলাদেশ ঃ এন এসেসমেন্ট স্টাডি", ইউএনসিটিসি, জুলাই ১৯৯০ মাইমিও।

সারণী ৬ ঃ প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক খাতওয়ারী বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ (শতকরা হার)

খাত	১৯৭৭	১৯৭৮	১৯৭৯	১৯৮০	১৯৮১	১৯৮২	১৯৮৩	১৯৮৪	১৯৮৫	১৯৮৬
কৃষি	–	২·১৩	০·০৩	–	০·৬৭	১·৩৪	১·৩৪	–	১·৪৮	০·০১
উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে	৪৫·২৪	৪১·২৩	৪১·৬৪	২০·২৫	২৭·০১	২৪·৮৬	৮১·৬৯	৪৯·৬৮	৪৫·২১	৫১·৭৩
নির্মাণ	০·৫৩	১·২২	১·২১	–	–	–	–	–	–	–
বাণিজ্য	২০·১০	৩৫·৯৫	৪১·০৫	৬৮·৭৪	৬৬·০৮	৬৯·০৭	১৪·৯৮	৪৮·৪৪	৫১·৭৩	৪২·০৯
পরিবহণ	–	০·০২	০·০১	০·০১	০·৪৫	০·২১	০·১৬	০·৩৬	১·৮৭	১·২০
বিবিধ	৩৪·১৩	১৯·৪৪	১৮·৫৩	১১·০০	৫·৭৮	৬·১৪	১·৮২	২·২৪	৩·৪৬	৪·৯৭
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস ঃ টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট, ভলিয়ম নং ২, ইউ পি এল, ঢাকা, ১৯৯১।

সারণী ৭ : বৎসর ওয়ারী বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ (মিলিয়ন টাকায়)

খাত / বৎসর	খাদ্য প্রক্রিয়াজাত	তামাক শিল্প	বস্ত্র শিল্প	ঔষধ শিল্প	অন্যান্য কেমিক্যাল	মেটাল শিল্প	ইলেকট্রিক্যাল পণ্য	* মোট বিনিয়োগ
১৯৭৩–৭৪	–	–	–	–	–	–	–	–
৭৪–৭৫	০·৪৮	–	–	–	–	–	–	–
৭৫–৭৬	–	–	–	–	–	–	–	–
৭৬–৭৭	–	–	–	২·৮০	–	–	–	
৭৭–৭৮	–	–	–	–	–	–	–	–
৭৮–৭৯	২৫১·৭০	–	০·৭৫	–	–	১০১·৬৬	–	–
৭৯–৮০	–	১২·০০	–	–	–	–	–	–
৮০–৮১	–	–	–	২৩·৮৭	–	২৪·৫৪	–	–
৮১–৮২	–	–	–	–	–	–	–	–
৮২–৮৩	২·১৭	–	৩৯·৭৫	–	১৮·৪৪	–	–	–
৮৩–৮৪	২৫০·০৫	–	১৮·৬৫	–	৫১৯·৬৭	৪৩·৯৪	৫৯·৭৮	–
৮৪–৮৫	–	১২·৯১	–	৩৫·৮০	–	২৩২·৯১	–	–
৮৫–৮৬	৬০·০০	–	–	–	–	–	–	–
৮৬–৮৭	১৭৭·০২	–	২৪০·৩৯	৩০০·০০	৫২·২৮	–	২৪·৬৮	–
৮৭–৮৮	৫৪·৪২	৩৯৫·৮২	৪৭৬·০০	–	২৪২·৫৪	৫৯২·২০	২৩·৫০	–
৮৮–৮৯	৩৯৭·১০	–	১৭৭১·৯২	১৫৮·৬১	৩৪·১৬	১৪২·০০	–	
মোট বিনিয়োগ	১১৯২·৯৪	৩৯৫·৮২	২৫৭২·৩৭	৪৬১·৪১	৯২৬·৭৬	৮৮০·৬০	৩৬৫·৪১	

* পরবর্তী টেবিলে বাকী খাত এবং মোট বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ উল্লেখ আছে।

সারণী ৭ (ধারাবাহিক) ঃ বৎসর ওয়ারী বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ (মিলিয়ন টাকা)

খাত / বৎসর	ইলেকট্রোনিক্স	মেশিনারী	চামড়া	প্লাষ্টিক	পেপার	বিবিধ	মোট এফ· ডি· আই
১৯৭৩–৭৪	–	–	–	–	–	–	–
৭৪–৭৫	–	–	–	–	–	–	০·৪৮
৭৫–৭৬	–	–	–	–	–	–	–
৭৬–৭৭	–	–	–	–	–	০·৯০	৩·৭০
৭৭–৭৮	–	৩০·৮৭	–	–	–	–	৩০·৮৭
৭৮–৭৯	–	–	–	–	–	–	৩৫৪·১১
৭৯–৮০	–	–	–	–	–	২·৮৮	১৪·৮৮
৮০–৮১	৪·৫০	৩৫·০০	৮·৫৫	২০·৩৮	–	১৭·০০	১৩৩·৮৪
৮১–৮২	–	–	–	–	–	–	–
৮২–৮৩	১৬·৫০	–	৪৪২·০০	–	–	–	৫১৭·৯৬
৮৩–৮৪	–	–	–	১৯৮·৪০	–	৭·৪০	১০৯৭·৮৯
৮৪–৮৫	–	–	১৮·৯৭	–	–	৫০·০০	৩৫০·৫৯
৮৫–৮৬	–	৫·২৬	–	২৮·৩০	–	–	৯৩·৫৬
৮৬–৮৭	–	৭·৫৭	–	–	–	১৪৭৮·০৭	২২৮০·০১
৮৭–৮৮	১·৭৫	১১১·৭০	–	–	৬১৫·৬৪	৩৩·৪০	২৫৪৬·৯৭
৮৮–৮৯	–	–	–	২৪৫·৮০	৪২২·৮০	৯০৬·৩২	৪০৭৯·৫১
মোট	২১·৮৫	১৯০·৪০	৪৬৯·৫২	৪৯২·৮৮	১০৩৮·৪৪	২৪৯৫·৯৭	১১৫০৪·১৭

উৎস ঃ টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট, ভলিয়াম নং ২, ইউ, পি, এল, ঢাকা, ১৯৯১।

সারণী—৮ : ব্যক্তিগত বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বহুজাতিক কোম্পানী কর্তৃক অর্থ প্রেরণ (মিলিয়ন টাকায়)

বৎসর	মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ (১)	বহুজাতিক কোম্পানী কর্তৃক প্রেরিত অর্থ (২)	কলাম (২) কলাম (১) শতকরা অংশ
১৯৭৬	–	১৪১·৩	–
১৯৭৭	৩০·৩	৯৮·৫	৩২৫·২
১৯৭৮	৪৫·১	৯৭·৬	২১৬·৫
১৯৭৯	৭৪·৪	১৩৬·৪	১৮৩·৩
১৯৮০	৬৮·২	৭২·১	১০৫·৮
১৯৮১	১০৩·২	৫৪·৩	৫২·৬
১৯৮২	১০২·৩	১৫৯·৩	১৫৫·৬
১৯৮৩	–	২১৩·১	–
১৯৮৪	–	২৬৬·৫	–
১৯৭৭–৮২	৪২৩·৬	৬১৮·৩	

উৎস : রেজা এস, পূর্বোক্ত

– : নির্দেশ করে উপাত্ত পাওয়া যায়নি।

সারণী ৯ : কতিপয় উল্লেখযোগ্য বহুজাতিক কোম্পানী কর্তৃক ১৯৭৬—৮৩ সময়ে নিজ নিজ দেশে মুনাফা এবং লভ্যাংশ প্রেরণের বিবরণী (মিলিয়ন টাকায়)।

	১৯৭৬—৭৭		১৯৭৭—৭৮		১৯৭৮—৭৯		১৯৭৯—৮০		১৯৮০—৮১		১৯৮১—৮২		১৯৮২—৮৩			
	মুনাফা	লভ্যাংশ	মুনাফা	লভ্যাংশ	মুনাফা	লভ্যাংশ	মুনাফা	লভ্যাংশ	মুনাফা	লভ্যাংশ	মুনাফা	লভ্যাংশ	মুনাফা	লভ্যাংশ	মোট মুনাফা	লভ্যাংশ
পশ্চিম জার্মানী	—	—	—	০·১০	—	০·১১	০·০২	০·০৭	—	০·৩৬	·৩৮	০·০৮	০·০২	—	·৪২	·৭১
ভারত	০·৬৭	—	—	—	·৮৮	—	·৯৯	—	—	—	—	—	১·০	—	২·৫৪	—
যুক্তরাজ্য	২৭·৬৬	২১·৬৪	৯৬·০৭	২২·২৫	৮৬·৭৯	২৩·৯৭	৪৪·৩৩	২৭·৬১	৩৫·৬২	২৪·০২	২৬·১৮	৩৪·২৪	৭৯·৪৩	৪৭·৭৬	৩৯৬·০	২০১·৪৯
যুক্তরাষ্ট্র	১০·৬৫	৫·১৭	২·৯৭	৬·১৮	৬·৬৬	১·৫১	২·০৯	৭·৫২	১১·১৩	৭·৩৪	২৪·৯৭	৫·৯২	২৭·৮৯	১·৩৬	৮৬·৩৬	৩৫·০১
নেদারল্যান্ড	—	০·৬৪	—	০·৮৫	—	০·১৫	—	০·০৮	—	১·৮৫	—	০·৩৯	—১·২১	১·২১	·৫৮	০·৫৮
সুইডেন	—	০·০৪	—	০·০৬	—	০·০৬	—	০·০৬	—	০·১৩	—	০·১৬	০·৩২	০·৩২		০·৮৩
সুইজারল্যান্ড	—	০·৭০	—	০·৭৬	—	—	—	—	—	৪·৯২	—	১২·৭২	—	৯·২৩	—	২৮·৩২
কানাডা	—	০·১১	—	০·০৯	—	০·৯০	—	০·২৮	—	০·৮৯	—	—	—	২·৩৯		২·৩৯
মোট	৩৮·৯৯	২৮·৫৫	৯৯·০৯	৩০·৪৭	৯৫·১৪	২৭·৪২	৪৭·৪৩	৩৫·৭৫	৪৬·৭৫	৩৯·৭৫	৫১·৫৪	৫৪·৫৬	১০৭·৩৪	৭৩·২৫	৪৮৬·২২	২৮৯·৭৬
মোট প্রেরিত অংকের শত—করা ভাগ		৮·৭০		১৬·৬৯		১৫·৭৯		১০·৭২		১১·১৫		১৩·৬৭	২৩·২৭			

উৎস : রেহমান সোবাহ্‌, পূর্বোক্ত

— : নির্দেশ করে উপাত্ত পাওয়া যায়নি।

তথ্য নির্দেশ

১. H. Bhattacharjee, "Impact of MNCs Role on the Development of Host Countries', *Social Science Review*, (The Dhaka University Studies, Part-D), Vol. VII, No. 2. (1990), PP-103-118

২. *ibid.*

৩. ভবতোষ দত্ত, ''বহুজাতিক কোম্পানী ও ভারত'', *চতুরঙ্গ*, বর্ষ ৫১, সংখ্যা ৬, (অক্টোবর ১৯৯০), (কলিকাতা-১৩, ভারত) পৃঃ ৪২৩-৪৩১।

৪. *পূর্বোক্ত*

৫. *পূর্বোক্ত*

৬. M. Ahmed, "Transnational Corporations From Asian and Pacific Developing Countries in Bangladesh", *Bangladesh Journal of Political Economy*, (Bangladesh Economic Association) Vol. 9, No. 2, Dhaka 1989. PP.

৭. *ibid*

৮. *ibid*

৯. *ibid*

১০. *ibid*

১১. W. A. Dymsza, *Multinational Business Strategy*, New York, McGraw Hill Book Company, 1972.

১২. *ibid*

১৩. S. Reza, M. Alam and A Rashid. , "Scope of Private Foreign Investment in Bangladesh"(Dhaka: ERD, Ministry of Finance,Govt. of Bangladesh, 1984) PP. 103-9.

১৪. R. Sobhan and D. Bhattacharjee, "Courting Private Foreign Investment: The Bangladesh Experience", *Development Policy Review*, (London). Vol. 4. No. 3.(1986) PP. 211-232

১৫ A. R. Nagandhi, "Quest for Survival and Growht: A Comparative Study of American, European and Japanese Multinationals", (Konigstein, West Germany, 1979)

সহায়ক গ্রন্থ ও রিপোর্ট

১. S. Lall and P. Streeten, *Foreign Investment: Transnational and Developing Countries*, (West View : Boulder Company, 1977)

২. J. H. Dunning (Ed), *Multinational Enterprises : Economic Structure and International Competitiveness* (New York : John Wiley & Sons 1985)

৩. Multinational Corporations in the World Development, United Nations, Deptt. of Economic and Social Affairs, (New York : United Nations,1982).

৪. R.B. Weinstein, *MNCs and the Thirld World : The Case of Japan and Southeast Asia*, (London. 1976)

৫. L. Glynn, *Multinationals in the World of Nations*, The Darwin Press Inc. 1986.

৬. *Task Force Report*, Vol. 2 (Dhaka : The University Press Ltd. Vol. 2, 1991)